www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper
www.purbottar.in RNI No. 71057/96

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

এখনই বাতিল হচ্ছে না উচ্চ মাধ্যমিক, জানিয়ে দিলেন ব্রাত্য বসু

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, লেখা, চিত্র আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 95932 00246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ মে - ৩ জুন ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 10th, Cooch Behar, Friday, 22 May - 3 June 2021, Page: 8 ₹ 3.00

রাজ্যসভায় যেতে চান না শোভনদেব, কৃষিমন্ত্রী হিসাবেই কাজ চালিয়ে যাবেন

কলকাতাঃ ২১ মে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েছেন। এখানে স্বয়ং অমিত শাহ এসে প্রচার করেছিলেন তাই আসনটি জিততে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে। বিজেপির তারকা প্রার্থী দাঁড়ালেও আগ্রাসন ছিল মারাত্মক। স্রেফ দল নেত্রীর দিকে তাকিয়ে সেই আসনটি এবার ছেড়ে দিলেন। ভবানীপুরের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেও মন্ত্রিত্ব হারাচ্ছেন না তিনি। কৃষিমন্ত্রীই থাকছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাটাই জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যদিও এক্ষেত্রে মন্ত্রিত্ব ধরে রাখতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে কোনও একটি বিধানসভা আসন থেকে জিতে আসতে হবে।

এই বিষয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে দল নির্দেশ দেয়।

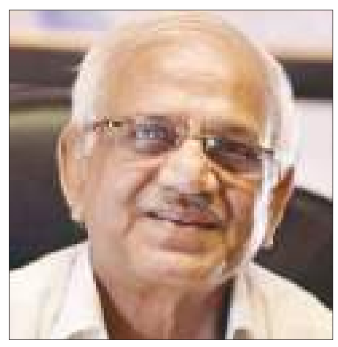

কিন্তু আমাকে কোনও নির্দেশ দল দেয়নি। আমি নিজের ইচ্ছেতেই পদত্যাগ করছি।' আর দলের মহাসচিব বলেন, 'আমরা সকলেই দলের পক্ষ থেকে চাই, যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তাই তাঁকে আবার নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়ে দল চাইছে তিনি ভবানীপুর থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। শোভনদেব দলের সঙ্গে কথা বলে পদত্যাগের ইচ্ছেপ্রকাশ করেন।'

সূত্রের খবর, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন, রাজ্যরাজনীতিতেই তিনি থাকতে চান। রাজ্যসভায় যেতে চান না। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই রাজ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করতে চান। বিজেপি এই রাজ্যে আগ্রাসন দেখাচ্ছে। তার মোকাবিলা করতে রাজ্যেই থাকতে চান তিনি।

অক্সিজেন সিলিন্ডারের কালোবাজারি চক্রের পর্দাফাঁস মেমারিতে

পুলিশি অভিযানে অক্সিজেন সিলিন্ডারের কালোবাজারি চক্রের পর্দাফাঁস পূর্ব বর্ধমানে। ১৯ জুলাই বেআইনিভাবে মজুত করা অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার পুলিশ। এর আগেও মেমারির বেশ কয়েকটি এলাকায় হানা দিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তদন্তকারীরা।

ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করে আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় সিলিন্ডার মজুতের বিষয় জানতে পারে পুলিশ। মেমারি ২ ব্লকের পাহাড়হাটি এলাকার একটি গ্যাসের গুদামে তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি মজুত করা ৪৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। অবশ্য পুলিশি অভিযানের বিষয় আগাম জানতে পেরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় গুদামের মালিক। তাকে খুঁজতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত করা সিলিন্ডারগুলি স্বাস্থ্য দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অক্সিজেন সিলিন্ডারের কালোবাজারি রুখতে কয়েকদিন ধরেই বর্ধমান শহরজুড়ে ধরপাকড় চালাচ্ছে পুলিশ। এর আগেও পাহাড়হাটির বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে ৯টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ।

বেতনের টাকা খরচ করে বিপন্ন মানুষের পাশে মালদহের শিক্ষক

নাম দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পেশায় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল শিক্ষক। নিজের এলাকায় বিট্টুদা বলেও তিনি পরিচিত। করোনা আবহে স্কুল বন্ধ দীর্ঘদিন ধরেই। তবে তার কারনে আয়েশী জীবন কাটাতে চাননি দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা পরিস্থিতিতে বেতনের টাকায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। একেবারে দিন রাত এক করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ব্রত নিয়েছেন তিনি।

সকাল হলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ব্যস্ততা। প্রথমে ব্যাগ ভর্তি বাজার করে আনা। এরপর স্ত্রী চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শুরু হয় রান্নার কাজ। এর মধ্যে ফোনে ফোনে ঠিকানা জোগাড় হয়ে যায়। একেবারে করোনা বিধি মেনে এরপর সেই খাবার পৌঁছে দেন তিনি। মূলত আক্রান্তদের বাড়িতেই এভাবে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি। এদিকে বসে বসে বেতন পাওয়া নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বার বার কটাক্ষ করা হচ্ছে স্কুল শিক্ষকদের তখন অন্য পথে হেঁটে নজির তৈরি করলেন দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির 'দরিদ্রতম' বিধায়ক চন্দনা ১৪৭ জন বিধায়কের সঙ্গে শপথ গ্রহণ করলেন

কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির 'দরিদ্রতম' প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার পর থেকেই বার বার শিরোনামে উঠে আসে চন্দনার নাম। এক দিন-মজুরের স্ত্রী, দুই সন্তানের মা চন্দনার দিনলিপি প্রথম থেকেই আর পাঁচজন প্রার্থীর তুলনায় ছিল অন্যরকম। পান্তা খেয়ে দিন-রাত পাড়ায় পাড়ায় প্রচার চালানো চন্দনাকে তাই ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন শালতোড়ার মানুষ।

বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে ৭ই মে দাদার গাড়ি ভাড়া করে সুদূর বাঁকুড়ার শালতোড়া থেকে 'কলকাতা' শহরে এসে পৌঁছায় বিজেপির

নবনির্বাচিত বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "আমার মতো একজন গরিব মানুষকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি, এটাই অনেক।" শালতোড়ার রাস্তা-ঘাট তৈরির কাজেই প্রথম মন দিতে চান চন্দনা। ইতিমধ্যেই কাজের পরিকল্পনা নিয়ে হোম ওয়ার্ক করা বিজেপি বিধায়কের পরিকল্পনায় রয়েছে এলাকার মানুষের জন্যে যত দ্রুত সম্ভব জলের সু-বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনাও।

বিধানসভায় আরও ১৪৭ জন বিধায়কের সঙ্গে শপথ বাক্য পথ করবেন চন্দনা বাউড়ি। আর আগামী পাঁচ বছর এলাকার মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন বিজেপির দরিদ্রতম বিধায়ক।

'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' করিমুল হকের হার না মানা অদম্য জেদ

শিলিগুড়িঃ ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য মানচিত্রের অনেকটা পরিবর্তন হলেও এখনও ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকায় নেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক পরিষেবাই। কোন বড় কিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় শিলিগুড়িতে। শুধু তাই নয়, নেই উত্তরবঙ্গের সব প্রান্তে সেই রকম অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। এর মাঝে উত্তরবঙ্গের ডুয়ারস অঞ্চলে ভরসা জোগাতে আছেন করিমুল হকের মতো মানুষেরা। অ্যাম্বুল্যান্স দাদা বলেই পরিচিত তিনি পদ্মশ্রী করিমুল হক।

জীবনের চড়াই উতরাই পেরিয়ে এখন তিনি ভরসা অনেকের কাছে। একটি সময় অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে সঠিক সময়ে নিজের মাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেননি। মায়ের মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কাউকে যেন এভাবে চলে যেতে নয়। এরপর চা বাগানে পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে বাইক কেনা। সেই বাইকই রূপ নিয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সের বাইক। সেই অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়েই রোগী নিয়ে যেতেন করিমুল হক। আজও যান তিনি। তাঁর এই মহান কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পদ্মশ্রীও পেয়েছেন। সেই করিমুল হকই আজ অ্যাম্বুল্যান্স দাদা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আজও করোনা সংকটের দিনেও ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের বড় ভরসা সেই বাইক অ্যাম্বুল্যান্স। ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছতে আজও অন্যতম বাহন এই বাইক অ্যাম্বুল্যান্স। সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়া গেলেও বাইক অ্যাম্বুল্যান্স ঠিক আসবেই, এটা জানেন বাসিন্দারা।

ইয়াস ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করতে জারি নির্দেশিকা

কলকাতাঃ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে। কলকাতাসহ উপকূলবর্তী এলাকায় তার প্রভাব পড়বে। বেশি প্রভাব পড়বে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আমফানের তাণ্ডব থেকে শিক্ষা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। তাই এবার ইয়াসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ এবং তার জেরে সম্ভবত ঘূর্ণিঝড় নিয়ে প্রস্তুতি সেরে রাখতে ২০ মে নগরপাল সৌমেন মিত্রের নেতৃত্বে বৈঠক হয় লালবাজারে। কলকাতার সব থানার ওসি ও ডিসিদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তারপর একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে থানাগুলিকে।

এদিন থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হস্তপুরসভা, দমকল, সিইএসসি, বিপর্যয় মোকাবিলাসহ প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। একইসঙ্গে থানায় রাখতে হবে রেইন জ্যাকেট, গামবুট, করাত, ইলেকট্রিক করাত, হেলমেটসহ সবরকম জরুরি সরঞ্জাম। পাশাপাশি প্রত্যেক থানা এলাকায় সরকারি বেসরকারি, কোভিড, ননকোভিড হাসপাতাল আছে, সেখানে জেনারেটর ও অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে।

থানাগুলিকে ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে আরও বলা হয়, এলাকার পুরনো বাড়ির বাসিন্দাদের প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলতে হবে। সিইএসসি বা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিভাগ, দুই সংস্থাকে বলতে হবে তারা যেন পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী আগাম প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করে। ঝড়বৃষ্টিতে রাস্তার ম্যানহোল পরিষ্কার করে রাখতে হবে। যাতে জল দ্রুত নামতে পারে। না হলে প্লাবনের অবস্থা তৈরি হবে। প্রয়োজনে পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কোথাও যাতে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুতের তার বেরিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পুরসভার ট্রাকগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে যাতে দ্রুত ভাঙা গাছ সরিয়ে ফেলা যায়। না হলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

বাচ্চাদের সপ্তাহে একদিন মিলবে কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ

কলকাতাঃ প্রথম থেকেই ৯৬টি সেন্টারে রোজ পাওয়া যাচ্ছিল কোভিশিল্ড টিকা। বাকি ৪৪টি সেন্টারে দেওয়া হতো কোভ্যাকসিন। এই নিয়মে এবার বদল আনল রাজ্য। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সপ্তাহে মাত্র ১ দিন (সোমবার) কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। আর ৯৬টি সেন্টার থেকেই পাওয়া যাবে কোভিশিল্ড।

জানা গিয়েছে, প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার বাজার বিক্রেতা, হকার, ট্রান্সপোর্ট, ট্রান্সজেন্ডারদের কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে। বুধবার একটা দিন বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হবে। এই বাচ্চাদের টিকা দেওয়া নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। টিকায় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে কিনা? টিকায় জ্বর আসে কিনা? ব্যথা হয় কিনা? নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বুধবার কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ জানান, কয়েকদিন ধরে বেশকিছু সেন্টারে টিকা পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। যদি ২০টি ভয়েল খোলা হয়ে থাকে তাহলে মানুষ আসছিল ১০ জন। সেক্ষেত্রে বাকি ১০টি ভয়েল পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। তাই এই সমস্যা থেকে বেরোতে একটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। এতে ভ্যাকসিন নষ্ট কম হবে।

সস্তায় সোনা কেনার সুযোগ নিয়ে হাজির RBI

নয়াদিল্লি: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) একবার ফের সস্তায় সোনা কেনার সুযোগ দিচ্ছে। আরবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, Sovereign Gold Bond Scheme ২০২১-২২ এর জন্য ইস্যু প্রাইস ঠিক করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের যোজনায় সোনার দাম ৪৮৮৯ টাকা প্রতি গ্রাম ঠিক করা হয়েছে। যোজনা অনুযায়ী, তৃতীয় সাবস্ক্রিপশন ৩১ মে থেকে ৪ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৫দিনের জন্য খোলা থাকবে। এর আগে কেন্দ্র সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, মে ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ৬টি কিস্তিতে Sovereign Gold Bond জারি করা হবে। এর মধ্যে দুটি সাবস্ক্রিপশন আগেই জারি করা হয়েছে। কেন্দ্র জারি করল গোল্ড বন্ডের ইস্যু প্রাইস- এবারের গোল্ড বন্ডের ইস্যু প্রাইস প্রতি গ্রামে ৪৮৮৯ টাকা ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪৮৮৯০ টাকা। আর্থিক বছর ২০২০-২০২১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে ১২টি কিস্তিতে ১৬,০৪৯ কোটি টাকার (৩১.৩৫ টন) Sovereign Gold Bond জারি করা হয়েছিল। মার্চ ২০২১ এর শেষ পর্যন্ত এসজিবি স্কিমের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার প্রায় ২৫,৭০২ কোটি টাকা জোগার করেছে। কেন্দ্রের তরফে ফিজিক্যাল গোল্ডের চাহিদা কমানোর জন্য নভেম্বর ২০১৫-এ এই স্কিম লঞ্চ করেছিল। গোল্ড বন্ড অনলাইনেও কেনা যেতে পারে। এছাড়া ব্যাঙ্ক, স্টক হোল্ডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, নির্দিষ্ট কয়েকটি ডাকঘর, এনসিই ও বিএসই-এর মতো স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কেনা যেতে পারে গোল্ড বন্ড। স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট ব্যাঙ্কে এই বন্ড বিক্রি হয়নি। Sovereign Gold Bond স্কিমে এক আর্থিক বছর একজন ব্যক্তি অধিকতম ৪ কিলোগ্রাম সোনার বন্ড কিনতে পারবেন। ন্যূনতম ১ গ্রাম সোনায় ইনভেস্ট করতে হবে। ট্রাস্ট বা সংস্থা ২০ কিলোগ্রাম বন্ড কিনতে পারবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, গোল্ড বন্ড অনলাইনে কিনলে প্রতি গ্রামে ৫০ টাকা ছাড় (Gold Price Discount) পাওয়া যায়। অনলাইন গোল্ড বন্ড কিনলে ইস্যু প্রাইস ৪৮৩৯ টাকা প্রতি গ্রাম।

ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল

নয়াদিল্লি: খারাপ আর্থিক অবস্থার পশ্চিমবঙ্গের বাগনানের ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের পর ১৩ মে ২০২১ থেকে এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সমস্ত ব্যাঙ্কিং পরিশেভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আরবিআই-এর তরফে পশ্চিমবঙ্গের কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্টারও ব্যাঙ্ক বন্ধ করার ও লিক্যুইডেটর নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

আরবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে পর্যাপ্ত পুঞ্জি নেই আর না আগামী দিনে আয় করার কোনও সম্ভাবনা নেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত গ্রাহকদের ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স ও ক্রেডিট গ্যারেন্টি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে পুরো জমা টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আরবিআই ১৮ জুলাই ২০১৮ তদন্ত শুরু করেছিল। এরপর আরবিআই বিনা লিখিত অনুমতি নিয়ে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ, লোন দেওয়া, নতুন স্কিম-সহ একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এরপর আরবিআই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এই ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে না। তবে এবার আরবিআই ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল করল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন ১৯৪৯ এর বেশ কিছু নিয়ম বা শর্ত পূরণ করতে পারছে না। ব্যাঙ্কের যা বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি তাতে গ্রাহকদের জমা টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হলে তা গ্রাহকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে। এর জেরে ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

২০২১-এর জুন মাসে কোন কোন দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে ব্যাঙ্কের ছুটির লিস্ট জারি করা হয়ে থাকে রাজ্যের হিসেবে ব্যাঙ্কের ছুটি ঠিক করা হয় জইও এর তরফে জারি ছুটির লিস্ট অনুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটি ও হলিডে মিলিয়ে জুন মাসে মোট ৯ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক জুন মাসে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকেবে যথাক্রমে-

৬ জুন - রবিবার

১২ জুন- দ্বিতীয় শনিবার

১৩ জুন - রবিবার

১৫ জুন- মিথুন সংক্রান্তি (মিজোরাম ও ভুবনেশ্বরে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক)

২০ জুন - রবিবার

২৫ জুন- গুরু হরগোবিন্দজি জয়ন্তী (জম্মু ও শ্রীনগরে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক)

২৬ জুন- দ্বিতীয় শনিবার

২৭ জুন - রবিবার

৩০ জুন- রেমনা নি (আইজলে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক)

স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যালার্ট করল

৩০ জুনের পর চলবে না প্যান কার্ড!

নয়াদিল্লি: স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি খবর। ব্যাঙ্কের তরফে ৪৪ কোটি গ্রাহককে অ্যালার্ট করা হয়েছে। ট্যুইট করে ব্যাঙ্কের তরফে গ্রাহকদের অ্যালার্ট করে জানানো হয়েছে, ৩০ জুনের আগে আধার ও প্যান লিঙ্ক না করা থাকলে লেনদেনে সমস্যা হতে পারে।

স্টেট ব্যাঙ্কের তরফে ট্যুইটে জানানো হয়েছে, আধার ও প্যান লিঙ্ক করা বাধ্যতামূলক। আধার ও প্যান লিঙ্ক না করা হলে প্যান কার্ড ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এবং টাকা লেনদেনে সমস্যায় পড়তে হতে পারে গ্রাহকদের। প্যান ও আধার লিঙ্ক করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। 'আমরা আমাদের গ্রাহকদের প্যান ও লিঙ্ক করার পরামর্শ দিচ্ছি যাতে তাদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় কোনও সমস্যা না হয়', ট্যুইট স্টেট ব্যাঙ্কের। কেন্দ্র সরকারের তরফে প্যান ও আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ জুন করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ প্রথম সরকারের তরফে প্যান ও আধার লিঙ্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত একাধিক বার কেন্দ্রের তরফে আধার-প্যান লিঙ্কের ডেডলাইন বাড়ানো হয়েছে।

হাজার হাজার বাড়ি বিক্রি করতে চলছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি: শীঘ্রই পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রোপার্টির নিলামি করতে চলেছে। এর মধ্যে রেসিডেনশিয়াল, কর্মাশিয়াল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সব ধরনের প্রোপার্টি সামিল রয়েছে। ওইঅচও এর তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। এই সমস্ত প্রোপার্টি ব্যাঙ্কের ডিফল্ট লিস্টে রয়েছে। পিএনবি ট্যুইট করে জানিয়েছে- পিএনবি তাদের অফিশিয়াল ট্যুইট হ্যান্ডেলে ট্যুইট করে এই বিষয়ে জানিয়েছে। ট্যুইটে লেখা ছিল ১৫ মে, ২০২১ ব্যাঙ্ক ওভারসিজ ও বাণিজ্যিক সম্পত্তির ই-নিলামি করা হয়েছে।

ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে ১০,৮৮৩টি রেসিডেনশিয়াল প্রোপার্টি রয়েছে এছাড়া ২৪৪৭ কমার্শিয়াল প্রোপার্টি, ১২১৮ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি, ৭১ এগ্রিকালচার প্রোপার্টি এই সমস্ত প্রোপার্টির নিলামি ব্যাঙ্কের তরফে করা হবে প্রোপার্টির নিলামির বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য https://ibapi.in/ লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে ব্যাঙ্কের অনুযায়ী, এই সম্পত্তির ফ্রিহোল্ড বা লিজহোল্ড হওয়ায়, স্থান, মাপ-সহ অন্য তথ্য নিলামির জন্য জারি নোটিসে দেওয়া থাকে ই-নিলামির মাধ্যমে প্রোপার্টি কিনতে চাইলে ব্যাঙ্কে গিয়ে প্রক্রিয়া ও প্রোপার্টি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন যে সমস্ত প্রোপার্টির মালিকরা তাদের লোন শোধ দিতে না পারে, তাদের বাড়ি, জমি ব্যাঙ্ক কব্জা করে নিয়ে নেয় ব্যাঙ্কের তরফে সময় সময়ে এরকম প্রোপার্টির নিলামি করা হয়ে থাকে।

খুব তাড়াতাড়ি কমতে চলেছে সর্ষে-সহ ভোজ্যতেলের দাম

নিউজ ডেস্ক: দেশে প্রতিদিনই বিদ্যুতের গতিতে ভোজ্যতেলের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানোন হয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি তেলের দাম কমবে। গত এক বছর ধরে করোনা অতিমারি দেশে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করেছে। ভোজ্যতেলের দাম লাগামছাড়া বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারা যায় যে এই বছর ভোজ্যতেলের দাম প্রায় ৫৫.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বিপদে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকরা।

এই বিষয়েই কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব সুধাংশু পান্ডে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন সীমা শুল্ক ও এফসিআইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে কীভাবে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধি করা যায় তাতেই দাম কমতে পারে কেন্দ্রীয় সচিব আরও জানিয়েছেন ভোজ্যতেলের অভাব পূরণে প্রতি বছরই আমদানি করা হয়। সাদা দেশে ৭৫,০০০ কোটি টাকার ভোজ্যতেল আমদানি করা হয়ে থাকে। আগে এক কেজি বনস্পতির দাম ছিল ৯০ টাকা এখন হয়েছে ১৪০ টাকা। একই ভাবে পামতেলের খুচরো দাম ৫১.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা আগে ৮৭.৫ টাকা কেজি ছিল সেটি বেড়ে ১৩২.৬ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম হয়েছে। সয়াবিন তেলের দাম ৫০ শতাংশ বেড়ে এক লিটারের দাম হয়েছে ১৫৮ টাকা। সরষের তেলের দাম ৪৯ শতাংশ বেড়ে ১৬৩.৫০ টাকা লিটার হয়েছে।

PM জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্টের বিশেষ সুবিধা

নয়াদিল্লি: ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা চালু করে। এই যোজনা মুল লক্ষ ছিল দেশের সমস্ত নাগরিককে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা। এখনও পর্যন্ত এই যোজনায় ৪২.৩৭ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যে কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। এই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে রয়েছে একাধিক সুবিধা যেমন- জীবন বিমা ও দুর্ঘটনা বিমা।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট খুললে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে দুর্ঘটনা বিমা পাওয়া যায়। পাশাপাশি এই অ্যাকাউন্টে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ ইনস্যুরেন্স কভারও পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই এর জন্য বেশ কিছু শর্তও রয়েছে। তবে রয়েছে কিছু বিশেষ সুবিধাও, যেমন-

- সেভিংস অ্যাকাউন্টের সমান সুদ পাওয়া যায়।
- প্রত্যেক ব্যবহারকারী ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা পাবেন।
- অ্যাকাউন্টে মিনিমাম বা ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার প্রয়োজন নেই।
- ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফ্ট সুবিধা মিলবেগ।
- মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধা মিলবে বিনামূল্যে।
- দেশের যে কোনও প্রান্ত সহজেই টাকা ট্রান্সফার করতে পারবেন।
- ক্যাশ তোলার জন্য ও শপিংয়ের জন্য মিলবে রুপে কার্ড।
- একাধিক সরকারি যোজনার টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে আসবে।
- বিমা ও পেনশন প্রোডাক্ট কেনা আরও সহজ হয়ে যাবে।

সম্পাদকীয়

যোগী রাজ্যে করোনায় দূষিত হচ্ছে গঙ্গা

দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত। অনেকের অভিযোগ সরকারীভাবে যে মৃত্যুর সংখ্যা দেখানো হচ্ছে বাস্তবে আসল চিত্র অনেকটাই ভয়ংকর। প্রতিদিন গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছে বহু মৃতদেহ, যার কোন হিসেব সরকারী খাতায় নেই। এই অবস্থায় করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশংকা থেকে যাচ্ছে। পবিত্র গঙ্গার জল দূষিত হয়ে পড়েছে। নতুন করে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের জন্য।

গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে করোনা আক্রান্তদের মৃতদেহ। কোথাও আবার গঙ্গার চরেই পুঁতে দেওয়া হচ্ছে দেহ। আর এই ঘটনায় বারবার উঠে আসছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের নাম। এর আগে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের উন্নাও, কনৌজ, কানপুর, রায়বেরেলির মতো জায়গায় গঙ্গার চর থেকে উদ্ধার হয়েছিল অগুন্তি মৃতদেহ। এবার একই ঘটনা ঘটল সঙ্গমনগরী প্রয়াগরাজেও। গঙ্গার ধারে বালির চর থেকে উদ্ধার হল সার সার অর্ধদগ্ধ দেহ। প্রতিটি দেহই করোনায় আক্রান্তদের বলে ধারনা স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের। জানা গিয়েছে, প্রয়াগরাজ ছাড়াও প্রতাপগড়, সুলতানপুরের বাসিন্দাদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য আনা হয়। গোটা দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আগে ওই ধামে ৫০ থেকে ৬০ জনের দেহ সৎকার করা হত। কিন্তু এপ্রিল মাসের পর থেকেই বদলে যেতে থাকে চিত্রটা।

সম্প্রতি, অই অঞ্চলে মৃতদেহের দৈনিক সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে শ্মশান কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, এই বিপুল সংখ্যক দেহ দাহ করার জন্য সৎকারের কাঠ মিলছে না। আবার মৃতদেহ পরিবারের একাংশের অভিযোগ, শ্মশানে দেহ দাহ করতে আকাশছোঁয়া টাকা দাবি করা হচ্ছে। ফলে অনেকেই সেই টাকা দিতে পারছেন না। এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রয়াগরাজে গঙ্গার চর থেকে উদ্ধার হল বহু মৃতদেহ।

রাজ্যে লকডাউন

কী কী খোলা থাকবে, কী বন্ধ থাকবে

আগে থেকে রাজ্যে যে আংশিক লকডাউন জারি করা হয়েছিল, সেটাই সংশোধিত করল রাজ্য সরকার। এবারে অনেকগুলো ক্ষেত্রে আগের চেয়ে আরও বেশি কঠোর বিধিনিষেধ জারি করল রাজ্য। সেক্ষেত্রে পূর্ণ লকডাউন না হলেও লকডাউনের মতোই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হল এই নয়া নির্দেশে। রবিবার সকাল ৬টা থেকে ৩০ মে সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজ্যে ১৫ দিনের জন্য জারি হয়ে গেল এই 'প্রায় লকডাউন'। রাজ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে এই কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা হল। এই নিয়ম না মানলে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে নিয়ম ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

আগেই রাজ্যের তরফে বেশ কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছিল। এবার সেই বিধি নিষেধ সংশোধন করে আরও কঠোর করা হল। রাজ্যের নতুন সিদ্ধান্তে স্কুল, কলেজ, সরকারি-বেসরকারি অফিস, বাস, ট্যাক্সি অটো, প্রাইভেট গাড়ি, গাড়ি, মেট্রো, ফেরি সার্ভিস জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্য পণ্য পরিবহণের গাড়ি আগামী ১৫ দিন বন্ধ করে দেওয়া হল। রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত ঘরের বাইরে বার হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে।

১৫ মে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'করোনা রুখতে প্রশাসন আরও কিছুটা কঠোর বিধি জারি করছে। এর ফলে নতুন করে সব সরকারি, বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকছে। তবে জরুরি পরিষেবা, যেমন ওষুধ, সংবাদমাধ্যম, দুধ ইত্যাদির জন্য যান চলাচল জারি থাকবে। স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক, আইটিআই, অঙ্গনওয়াড়ি বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকছে বাস, অটো, ট্যাক্সি। তবে জরুরি পরিষেবার জন্য ট্যাক্সি, অটো চলতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার, মুদি দোকান সেগুলি শুধুমাত্র সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

তবে খোলা থাকছে পেট্রল পাম্প, অটো রিপেয়ারিংয়ের দোকান, রান্নার গ্যাসের বণ্টন কেন্দ্র। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মিষ্টির দোকান খোলা থাকছে। খোলা থাকছে ওষুধ ও চশমার দোকান। বন্ধ থাকছে পার্ক, চিড়িয়াখানা, অভয়ারণ্য, পার্ক। তবে এসবের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালানো যেতে পারে। এছাড়াও বন্ধ থাকছে সমস্ত রকমের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক জমায়েত। বিয়েবাড়িতে ৫০ জনের বেশি জমায়েত হবে না। সৎকার অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশি উপস্থিত থাকা যাবে না। ব্যাঙ্ক সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকছে। এটিএম খোলা থাকবে। মান্যতা পাচ্ছে চা বাগানে ৫০ শতাংশ হাজিরা। চালু থাকছে ই-কমার্স, হোম ডেলিভারি। সিনেমা হল, শপিং মল, স্পা, জিম, বিউটি পার্লর বন্ধ থাকবে। চটকলে ৩০ শতাংশ কর্মী দিয়ে কাজ করতে হবে। এছাড়া জল, বিদ্যুৎ, বিপর্যয় মোকাবিলা, টেলিকম, ইন্টারনেট, সংবাদমাধ্যম খোলা থাকবে।

Paytm জানিয়ে দিচ্ছে নিকটবর্তী সেন্টারে ভ্যাকসিন স্লট পাওয়া যাচ্ছে কি না

Paytm এবার থেকে নিকটবর্তী ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে স্লট খোলা আছে কি না, সেই খবর পৌঁছে দেবে তার ইউজারদের কাছে। এর জন্য Paytm একটি নতুন ফিচার যোগ করেছে তাদের অ্যাপে, এর নাম হল COVID-19 Vaccine Finder। এই ফিচারটি গ্রাহকদের কাছে এক দিকে যেমন ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের স্লটের খবর পৌঁছে দেবে, তেমনই আবার স্লট না মিললে নোটিফিকেশন সেট করে রাখা যাবে। ফলে, ভ্যাকসিনের স্লট বুক করার পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই নতুন ফিচারের কথা জানিয়ে নিজেদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে ট্যুইট করেছেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিজয় শেখর শর্মা। তিনি জানিয়েছেন যে নতুন এই ফিচারের অটোমেটেড প্রসেস জনতার ভ্যাকসিন নেওয়ার অপেক্ষা অনেকটাই কম করে দিতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি তিনি এটাও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে এই COVID-19 Vaccine Finder ফিচার রিয়েল টাইম আপডেট দেবে কোউইন অ্যাপ -এর সহায়তায়।

Paytm-এর এই COVID-19 Vaccine Finder সার্ভিস অ্যাক্টিভেট করতে হবে-

১. সবার প্রথমে অ্যাপ খুললে নিচে থাকা Paytm-এর নিজস্ব Mini App Store-এ ক্লিক করে সেখানে ঢুকতে হবে।

২. এবার Vaccine Finder অপশন বেছে নিয়ে সেখানে নিজের পিন কোড বা জেলা টাইপ করতে হবে।

৩. পরের ধাপে ১৮+ আর ৪৫+ অপশনের মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে প্রযোজ্যটিকে।

৪. এবার নিকটবর্তী সেন্টারে ভ্যাকসিনেশনের স্লট কখন পাওয়া যাচ্ছে, তা দেখিয়ে দেবে Paytm।

৫. স্লট পাওয়া না গেলে ক্লিক করতে হবে Notify me when slots are available অপশনে। সেক্ষেত্রে যখন স্লট পাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে ইউজারকে অবগত করবে সংস্থা।

UAN নম্বর ছাড়াও চেক করা যাবে নিজের PF ব্যালেন্স

প্রভিডেন্ট ফান্ড বা সংক্ষেপে PF আসলে একপ্রকার রিটায়ারমেন্ট ফান্ড। এটি অবসরের পর অধিকাংশ চাকুরি জীবিদের কাছে অন্যতম ভরসা স্থল। এই PF সামাজিক ভাবে কর্মচারীর জীবন সুরক্ষিত রাখে। তাই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টের টাকার দিকে চোখ থাকে সকল।

একজন PF বিনিয়োগকারী ব্যালেন্স, সুদ ইত্যাদি দেখার জন্য যখন নিজের PF প্রোফাইল অ্যাকসেস করেন তখন প্রয়োজন ওই কর্মচারীর ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর বা সংক্ষেপে UAN নম্বর। লগ ইন করে UAN হোমপেজে গিয়ে, সেখান থেকে কর্মচারীরা তাঁদের অনলাইন পাসবুক, ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট-সহ তাঁর PF অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য দেখতে পারেন। কিন্তু এই UAN নম্বর না থাকলেও দেখা যাবে PF অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স। নতুন সিস্টেম অনুসারে, তার জন্য EPFO গ্রাহককে EPFO অফিসিয়াল পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

আপনার PF অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করার স্টেপ গুলি হল-

১. https://www.epfindia.gov.in -এ লগ ইন করুন করতে হবে

২. তার পর ক্লিক করুন "Click Here to Know your EPF Balance"-এ

৩. তার পর একটি নতুন ওয়েব পেজ খুলবে। (https://www.epfoservices.in/epfo)।

8. "Member Balance Information"-এই বিভাগে নেভিগেট (ঘধারমধঃব) করুন।

৫. এখানে আপনার রাজ্য নির্বাচন করে EPF অফিস, এস্টাব্লিশমেন্ট কোড, PF অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং অন্যান্য বিশদ লিখুন।

৬. এরপর 'Submit' অপশনে ক্লিক করলেই আপনার PF ব্যালেন্স দেখা যাবে।

এই নতুন পরিষেবাটি বাদেও, UAN নম্বর না থাকলেও EPFO সদস্যরা SMS বা Missed Call সার্ভিসের মাধ্যমে তাঁদের PF ব্যালেন্স চেক করতে পারবেন SMS এবং মিসড কলের মাধ্যমে। SMS-এর ক্ষেত্রে নিজেদের রেজিস্টার্ড ফোন নম্বর থেকে 'EPFOHO UAN' টাইপ করে ৭৭৩৮২৯৯৮৯৯ নম্বরে একটি SMS পাঠালেই ব্যালেন্স সংক্রান্ত তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, ০১১-২২৯০১৪০৬ ফোন নম্বরে একটি মিসড কল করলেও, আপনি PF সংক্রান্ত তথ্য জানতে পাবেন।

মার্ক জুকারবার্গের facebook জীবন কাহিনী

তাঁর বয়স মাত্র ৩৬। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি সারা বিশ্ব জুড়ে। তাঁর তৈরি প্ল্যাটফর্ম সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংকে এক নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে। তিনি মার্ক জুকারবার্গ, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা। আজকের দিনে অ্যাপল, অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফটের সঙ্গে পৃথিবীর টপ ফাইভ টেক-কোম্পনির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ফেসবুক।

১৪ই মে মার্ক জুকারবার্গের জন্মদিন। তিনি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ছাত্র ছিলেন। মার্ক তার হাভার্ডের বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তৈরি করে ফেললেন একটি নতুন আইডিয়া, যার নামে দিয়েছিলেন 'ফেসম্যাশ'। এর মাধ্যমে মার্কের বন্ধুরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের মুখের তুলনা করতেন আর ঠিক করতেন কে বেশি সুন্দর। যদিও ফেসম্যাশের কপালে জুটেছিল প্রচুর সমালোচনা। কিন্তু এই 'ফেসম্যাশের' মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বর্তমানের ফেসবুকের বীজ।

এরপর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ এ ফেসবুকের পয়লা খসড়া তৈরি হয় শুধুমাত্র হাভার্ডের পড়ুয়াদের জন্য। তারপর সেপ্টেম্বরেই বিশ্বের সবার জন্য খুলে যায় ফেসবুক। ১৩ বছরের উপর যে-কেউ তখন থেকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারত ফেসবুকে। এখন সেই ফেসবুকেরই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২.৬ বিলিয়নেরও বেশি। জীবনের যে কোনও মুহূর্ত, আনন্দ-দুঃখ, বিক্ষোভ-বিপ্লব-প্রতিবাদ, ট্রেন্ড, সবই স্থান পায় জুকারবার্গের ফেসবুকের পাতায়। ফেসবুক যেন আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বকে এনেছে মুঠোফোনের ছোট্ট স্ক্রিনে। ৩৬ বছরের এই মানুষটি শুধু একজন বিজনেস টাইকুন নন, কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা। মার্কের একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলাই যায়।

বিজেপি ছাড়লেন কোচবিহার পৌরসভার প্রাক্তন প্রশাসক ভূষণ সিং

একুশের নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে ২ মে। তার একমাস কাটল না বিজেপি শিবিরে ভাঙন দেখা দিল। বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করলেন ভূষণ সিং। নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তখন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হ্যাট্রিকের পর তা এখন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে তিনি কী তাহলে আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে যাবেন? যদিও রাজনীতিতে দলবদল নতুন কোনও ঘটনা নয়। তার ওপর নির্বাচন বা ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে শিবির বদলানো জনতা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। তবে এত দ্রুত ভূষণ সিংয়ের দল পরিবর্তন করা জনতাকে অল্প হলেও হতবাক করেছে। তবে তিনি জানান, আপাতত তিনি পরিবারকে সময় দিতে চান।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিনহাটা মহকুমার ভূষণ সিং শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। দ্বিতীয়বার তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কোচবিহার পৌরসভার প্রশাসক পথ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই ক্ষোভেই বিজেপিতে নাম লেখিয়েছিলেন তিনি।

কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য এবার বাড়িতে পৌঁছে যাবে অ্যাম্বুলেন্স

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে নাজেহাল অবস্থা গোটা দেশের রাজধানি দিল্লিসহ বহু রাজ্যে অক্সিজেনের আকাল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবার ১৮ বছরের উর্দ্ধে সবাইকে টিকাকরণের আওতায় আনা হবে। কিন্তু টিকার জোগান নেই দেশের বহু অঞ্চলে। রাজ্যগুলি নিজেদের সাধ্যের মধ্যে সংক্রমণ ঠেকানোর সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে রাজ্যের পক্ষে টিকার জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে করোনা পরীক্ষায় জোর দেওয়াই যায়। আপাতত রাজ্য প্রশাসন সেটাই করার চেষ্টা করছে।

ভোটের আগে সাধারণ মানুষের দুয়ারে এসেছিল রাজ্য সরকার। ভোট মিটলেও করোনা পরিস্থিতিতে আরও একবার সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছবে সরকার। আর এবার করোনা পরীক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন। দেশের বিভিন্ন জায়গার মতো বাংলাতেও করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এমন অবস্থায় তবে কেউ করোনা পরীক্ষা করাতে চাইলে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির হবে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা শহরের কোন আবাসনে কতজনের পরীক্ষা করাতে চান, সেটা জানাতে হবে সবার আগে। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক-এর ফোন নম্বরে ফোন করলেই পৌঁছে যাবে করোনা পরীক্ষার অ্যাম্বুলেন্স। আলাদা করে আর টেস্ট করাতে কোথাও যেতে হবে না। বাড়ির সামনেই যে কেউ করাতে পারবেন করোনা টেস্ট।

কৃষকদের টাকা বিলি বন্ধ করা হোক, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানালেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা: রাজ্য সরকার কেন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি চালু করেনি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন বিজেপির প্রথমসারির নেতৃানেত্রীরা। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাংলায় এই প্রকল্প চালু করা হবে বলেছেন বিজেপির অনেক নেতাই। তবে প্রকল্প রাজ্যে চালু হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতায় আসেনি বিজেপি। বরং ২০০-ও বেশি আসন নিয়ে হ্যাট্রিক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই এই প্রকল্প চালু করতে ছাড়পত্র দিয়েছেন। তবে এবার কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যে দুর্নীতি হতে পারে বলে

আশঙ্কা তৈরি করল রাজ্য বিজেপি। এই কারণ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বাংলার কৃষকদের আপাতত পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়া বন্ধ করার আর্জি জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আবার সঠিক তালিকা তৈরির জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দল পাঠানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

২০ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। সেই চিঠিতে কী কী ধরনের দুর্নীতি হতে পারে তার নানা আশঙ্কা কথা তুলে ধরা হয়েছে। এমনকী রাজ্যের পাঠানো কৃষকদের তালিকা যেন ভাল করে পরীক্ষা করা হয় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সেটিও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সেটা না হওয়া পর্যন্ত পরের দফার টাকা পাঠানো বন্ধ রাখতে বলেছেন।

এখনই বাতিল হচ্ছে না উচ্চ মাধ্যমিক, জানিয়ে দিলেন ব্রাত্য বসু

নিউজ ডেস্কঃ সেই ২০২১ সালে ১৫ জুন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজন করা কার্যত অসম্ভব ছিল বলেই জানিয়েছিল শিক্ষক মহলের একাংশ। তারইমধ্যে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কিছু কিছু কাজ থেকে আমরা বিরত থাকব বলে যে স্থির হল, তার ফলে আয়োজন ও অন্যান্য কাজে সময় লাগবে। তার ফলে জুন মাসে ওই পরীক্ষাগুলি হবে না।

সেই পরিস্থিতিতে আদৌও উচ্চ

মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্রাত্য বলেন, আমরা আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী কতগুলি আপৎকালীন ব্যবস্থা নিয়েছেন। রাজ্যে সংক্রমণের হার কমছে। এই সংক্রমণের হার আগামিদিনে আরও কমবে বলে আমরা আশা করতে পারি। আশাবাদ ছাড়া আমাদের কাছে জোরদার কিছু নেই। তবে আশাবাদের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে।' সংক্রমণ কমলেই উচ্চ মাধ্যমিক হবে, এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

শিক্ষামন্ত্রী সঙ্গে জানান, পরীক্ষার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তিনি যা মতামত দেবেন, তার ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে কথা বলবো।

জলপাইগুড়িতে টিকাকরণ শুরু, হকাররা পাবেন টিকা

জলপাইগুড়িঃ মাঝে কিছুদিন টিকাকরণ বন্ধ থাকার পর ৫ই মে থেকে ফের শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে টিকা দেওয়ার কাজ। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে টিকার প্রথম ডোজটি সাংবাদিক ও হকাররা পাবেন। করোনা যোদ্ধা হিসাবে তাঁদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সেই মতো তালিকা তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। ধূপগুড়ি পুরসভা থেকে নথিভুক্ত হকারদের একটি করে স্লিপ দেওয়া হয়েছে। তারই ভিত্তিতে টিকা পাওয়া যাবে। ৬ই জুন নথিভুক্ত ৫১জন হকারের হাতে এই স্লিপ তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা সকলেই টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। পুরসভার আধিকারিকরাও এই টিকা প্রদানের কাজে তদারকি করছেন। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিংহ টিকা প্রদানের কাজ যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে সেব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে হকারদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে সরকারি ঘোষণা মোতাবেক প্রথম সারির করোনাযোদ্ধা হিসাবে হকার, বাস কর্মচারী ও সাংবাদিকদের টিকা দেওয়ার কথা। এদিকে প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদফতর সূত্রে খবর, নানা কারণে মাঝের কয়েকদিন টিকাকরণের কাজে সাময়িকভাবে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে টিকার যোগান ঠিকঠাক থাকলে কোথাও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা না।

দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে তৃণমূল কর্মীকে গুলি

মেদিনীপুরঃ ১৮ মে সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২ নম্বর ব্লকের এক্তারপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে অন্যান্যদের সঙ্গেই বসেছিলেন দ্বারকেশ্বর রায় নামে এক তৃণমূল কর্মী। আচমকাই কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ এমনটাই। সেই গুলি লাগে দ্বারকেশ্বরের। কার্যালয়ের সামনে বোমাবাজিও করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রথমে তাঁকে মুগবেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তিরত করা হয়।

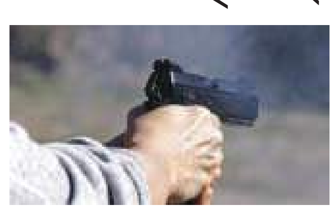

তৃণমূলের দাবি এই ঘটনায় বিজেপির হাত রয়েছে। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কেউ যুক্ত নয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই ঘটনা হয়েছে। এদিকে গোটা ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ভোটের আগে থেকেই এলাকায় দফায় দফায় অশান্তি ছড়িয়েছে। তৃণমূলের কার্যালয়ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এর জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এলাকায় অশান্তি যাতে না ছড়ায় সেকারণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারা এই ঘটনায় যুক্ত তা সনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিজের জেলায় এই ঘটনাকে ঘিরে নানা চর্চা শুরু হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে ফের চালু মা ক্যান্টিন, দুপুরবেলা ফের ডিমভাত

আলিপুরদুয়ারঃ করোনা সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেই ১৬ মে থেকে আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্টের মা ক্যান্টিন। ৫ টাকার বিনিময়ে ডিম ভাত খেতে এসে ফিরে যেতে হয় অনেককেই। এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমে খবর সম্প্রচারিত হতেই নড়েচড়ে বসে পুরকর্তৃপক্ষ। ফের ১৮ মে থেকে শুরু হয়েছে মা ক্যান্টিন। ফের চা বলয়ের গরিব মানুষ যারা এখানে খেতে আসতেন তাঁদের মুখে চওড়া হাসি। তাঁরা বলেন, দুদিন মা ক্যান্টিন বন্ধ থাকায় অত্যন্ত সমস্যায় হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তি করার মতো পরিস্থিতি নেই।

যাঁরা ছোটখাটো কাজ করতেন তাঁদের সেই কাজ আপাতত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়েই কার্যত ভুখা পেটে থাকতে হচ্ছিল অনেককেই। তবে মা ক্যান্টিন ফের চালু হওয়ায় বহু মানুষের উপকার হয়েছে। গোটা ঘটনায় পুরকর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কিছু মানুষ দুপুরের খাবার খেতে এসে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেকারণেই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ফের মা ক্যান্টিন চালু হয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত ক্যান্টিন চালু থাকবে। তবে দূরত্ব বিধি মেনে, মাস্ক পরে ও করোনা সতর্কতা বিধি মেনে খাবার নেওয়ার ব্যাপারে পুরকর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেছে।

প্রসঙ্গত রবিবার দুপুরে আচমকাই খেতে এসে আলিপুরদুয়ারের অনেকেই দেখেছিলেন মা ক্যান্টিলে তালা ঝুলছে। এরপর বেকায়দায় পড়ে যান তাঁরা। তবে ফের এই মায়ের রান্নাঘর খোলা দেখে খুশি অনেকেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো বিধানসভা ভোটের আগে আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট এলাকায় চালু হয় এই ক্যান্টিন। প্রায় ২০০ জন মানুষ এই ক্যান্টিনে নিয়মিত খান। চা বাগান অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ারে এই মা ক্যান্টিন অনেকেরই ভরসার জায়গা। ভিক্ষাজীবী, হতদরিদ্র মানুষ দুপুর হলেই এই ক্যান্টিনে ৫টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, সবজি ও ডিম খেয়ে যান। সংকটের দিনে এবার থেকে অন্তত দুপুরের খাবারটা জুটবে।

দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকছে দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, কালীঘাট

নিউজ ডেস্কঃ ১৬ মে থেকে দিনের জন্য রাজ্যে লকডাউনের বিধিনিষেধ আরও কড়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আরও তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও তারাপীঠের দেবালয় সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সম্প্রতি সরকারের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে ধর্মীয়স্থানে জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেই কারণেই এবার মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। নবান্নে কড়া নির্দেশিকা জারির পরে বৈঠক করে কালীঘাট মন্দির কমিটি। বৈঠকে মন্দির ১৫ দিনের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির কমিটি অবশ্য মন্দির বন্ধের সিদ্ধান্ত না নিলেও আমজনতার প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে। তবে মন্দিরের ভিতরে যাবতীয় রীতিনীতি মেনেই পুজো হবে। পাশাপাশি তারাপীঠের মন্দিরও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারাপীঠ সেবায়েত সংঘের সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় মন্দির ৩০ মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ব্যবসা বাড়ল বন্ধন ব্যাঙ্কের

কলকাতা: বন্ধন ব্যাঙ্ক মার্চ ৩১, ২০২১ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বর্ষের ফলাফল প্রকাশ করেছে। ২০২০-২০২১ আর্থিক বর্ষের শেষে বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ২৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। গত এক বছরে অর্থনীতি ক্রমশ ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে ব্যাঙ্কের আমানত আগের বছরের এই কোয়ার্টারের তুলনায় ৩৭% বৃদ্ধি পেয়ে মোট আমানত এখন ৭৭,৯৭২ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের তুলনায় কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) আমানতি ৬১% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট আমানতের মধ্যে এখন কাসা অনুপাত হল ৪৩.৪%। মার্চ ৩১, ২০২১ তারিখে শেষ হওয়া কোয়ার্টারে ব্যাঙ্কে নেট লাভ ১০৩ কোটি টাকা এবং পুরো ২০২০-২০২১ আর্থিক বর্ষের জন্য

Bandhan Bank

নেট লাভ ২২০৫ কোটি টাকা।

বন্ধন ব্যাঙ্কের এমডি এবং সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, "গত এক বছরে অর্থনীতি ক্রমশ ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চতুর্থ কোয়ার্টারে এবং ২০২০-২০২১ আর্থিক বর্ষে ব্যবসার ভাল উন্নতি দেখতে পেয়েছি। দেশ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের যতরকমভাবে সম্ভব সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর। বন্ধন ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস রেখে যাওয়ার জন্য আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।" চালু হওয়ার ষষ্ঠ বছরে থাকা এপ্রিল ৩০, ২০২১ তারিখে এই ব্যাঙ্ক ১১৪৯ শাখা এবং ৫৩৭১ আউটলেটের মাধ্যমে ২.৩৭ কোটি গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে। এবং মার্চ ৩১, ২০২১ তারিখে বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট কর্মী সংখ্যা ৪৯,৪৪৫।

সোনু সুদেও ছবিতে মালা পরিয়ে দুধ ঢেলে সেলিব্রেট করল অনুরাগীরা

সিনেমার পর্দায় খলনায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও অতিমারীকালে সোনু সুদ কিন্তু দেশবাসীর কাছে হিরো হয়ে উঠেছেন। দেশের যেকোনো জায়গায় কেউ আটকে পড়লে, কারোর অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন পড়লে সোনু তাঁকে যথাসাধ্য দিয়ে সাহায্য করছেন। অনেক সময়ই দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে ছবির তারকাদের কোনও সিনেমা রিলিজ হলে তাঁর ছবিতে মালা পরিয়ে দুধ ঢেলে সেলিব্রেশন করে অনুরাগীরা। এবার দেখা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার শ্রীকালহস্তী এলাকায় সোনুর ছবিতে বড় করে মালা পরিয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। আর তার পর সেই ছবিতে দুধ ঢালা হচ্ছে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওটি সোনুর নজরে আসলে তিনি টুইটার-এ ভিডিওটি শেয়ার করে কৃতজ্ঞ লিখে হাতজোড়ের ইমোজি পোস্ট করেন। তবে করোনা আবহে উনি যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন, তাতে এই সম্মানকেও ছোট দেখাচ্ছে। সব কিছু ঠিক হলে আপনাকে আরও অনেক ভাবে সম্মান জানাবে দেশবাসী।

প্রসঙ্গত, ২০২০-তে লকডাউন শুরু হওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সোনু। এর পর আনলক প্রক্রিয়া শুরু হলে অনেক দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান করে দেন সোনু। এর পর দেশজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হলে আবার আর্তদের সাহায্য করতে শুরু করেন। সোনু সুদকে দেখে বর্তমানে অনেক তারকাই দুঃস্থ মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত কিরণ খের কেমন আছেন! জানালেন অনুপম

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অভিনেত্রী কিরণ খের। সম্প্রতি, একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুপম শেয়ার করেছেন কিরণের স্বাস্থ্যের কথা। সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুপমের দাবি, 'কিরণের স্বাস্থ্য দিন দিন ভালো হচ্ছে। এটা খুবই কঠিন একটা চিকিৎসা। ও মাঝে মাঝে বলে কোভিড ১৯ ও লকডাউন-এর সময়টা এই চিকিৎসাকে আরও কঠিন করে তুলছে। রোগীরা যাঁরা এই চিকিৎসায় রয়েছেন তাঁদের মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখাটা খুবই জরুরি।' কিরণের স্বাস্থ্য নিয়ে অনুপমের আরও বক্তব্য, 'ও বাইরে বেরেতো পারছে না। কারও সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। তবে ভালো খবর হল কিরণ ওঁর স্বাস্থ্যোন্নতির অনেকটা পথ পেরিয়েছে। ও ভালো আছে। কোনও কোনও দিন ও খুবই ইতিবাচক থাকে। কোনও দিন আবার কেমোথেরাপির কষ্টে থাকে। আমরা সবাই মিলেই সবচেয়ে ভালোটা চেষ্টা করছি।'

স্ত্রী'র অসুস্থতার পরই আমেরিকার টেলিভিশন শো-এর কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন অনুপম এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'রবার্ট আমাকে মেসেজ করেছিলেন কিরণের খবরটা পেয়ে। আমার জন্মদিনে একটা ভিডিও করেও পাঠিয়েছিল। কিছুদিন বাদে বাদেই ও কিরণের খোঁজ নেয়। রজার ফেডেরারের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেখার পর আমিও ওঁকে মেসেজ করেছিলাম।'

গত এপ্রিলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন কিরণ খের। একটি ট্যুইটের মাধ্যমে সেকথা জানিয়ে ছিলেন অনুপম। সঙ্গে নিজের অনুরাগীদের এই কঠিন সময়ে তাঁর ও কিরণের পাশে থেকে ভরসা জোগানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ছিলেন।

করোনামুক্ত সন্ধ্যা রায়, ছুটি পেলেন হাসপাতাল থেকে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হলেন জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়। ১৯ মে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাচ্ছেন তিনি । ১৪ জুলাই অসুস্থ হয়ে আর এন টেগর হাসপাতালে ভর্তি হন টলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। তবে এখন তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা যায়। কোভিড পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, বছর আশির অভিনেত্রী এখন করোনা মুক্ত।

১৩ মে রাত থেকে তলপেটে ব্যথা শুরু হয় প্রবীণ অভিনেত্রীর। তারপরই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাড়িতেই আপাতত চিকিৎসা চলবে প্রবীণ অভিনেত্রীর। কিন্তু পরে অবস্তার সামান্য অবনতি হতে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বাংলা চলচ্চিত্র জগতের একসময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়। এই অতিমারীর সময় তাঁর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বিগ্ন হয় সিনেমা জগৎ।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে সিনে দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি। তাঁর প্রথম ছবি 'মামলার ফল' মুক্তি পায় ১৯৫৭ সালে। এরপর 'দাদার কীর্তি', 'ছোট বউ', 'আলোর পিপাসা', 'ফুলেশ্বরী'-র মতো ছবিতে কাজ করেছেন অভিনেত্রী। ২০১৪ সালে রাজনীতিতে যোগদান করেন সন্ধ্যা রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সংশ্লিষ্ট বছরে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

চোট সারিয়ে শুটিং ফ্লোরে নিক জোনাস

চোট কাটিয়ে ফের 'দ্য ভয়েস'-এর শুটিংয়ে ফিরছেন পপ তারকা নিক জোনাস। এনবিসি-র লাইভ শো চলাকালীন নিক একটি সেলফি ও ভিডিও শেয়ার করেন। নিক জানান, শুটিং করার সময় সেখানেই বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন তিনি। একটি বাইকের উপর স্পিল নেওয়ার সময় তাঁর পাঁজরে চোট লাগে। এছাড়াও শরীরের অন্য অংশে আঘাত লাগে নিক জোনাসের।

১৮ মে তে দ্য ভয়েস-এর অনুষ্ঠান শুরু হতেই, হোস্ট কারসন ডেলি প্রথমে জোনাস ব্রাদার্স-এর তারকা নিকের উদ্দেশ্যে বলেন, "অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আসুন আমরা আমাদের বন্ধু নিক জোনাসের দিকে একবার ফিরে তাকাই। তোমার কেমন লাগছে বন্ধু? জবাবে নিক বলেন, "আমি এখন অনেকটা ভালো অনুভব করছি। আমি এখন ভালো আছি। আমি বলতে চাই, সবসময়ের মতো আমি শারীরিক ভাবে উৎসাহী, যেমনটা আমি সবসময় থাকি।"

জনপ্রিয় পপ সিঙ্গার নিক জোনাস লস অ্যাঞ্জেলসে দ্য ভয়েস রিয়ালিটি শো'য়ের শুটিং করছিলেন। ১৫ মে সেই শুটিং ফ্লোরেই আহত হন তিনি। এরপর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন নিক, তারপর দিনই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিদেশে থাকলেও ভারতের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস। ভারতের করোনা ত্রাণে নানান সংস্থার মাধ্যমে অর্থদানও করেছেন নিক এবং প্রিয়াঙ্কা।

তামিলনাড়ুতে বিগ বস-এর ঘরে পড়ল সরকারি তালা

চেন্নাই: বলিউডের Bigg Boss, ১৪ সবেমাত্র শেষ হয়েছে । এখন তামিলনাড়ুতে চলছে Bigg Boss Malayalam Season 3-র শ্যুটিং। তিরুভাল্লুর রেভিনিউ ডিভিশনাল অফিসার প্রীতি পরকাভি গত ১৯ মে সন্ধে ৮টা নাগাদ হঠাৎই রেইড করেন বিগ বসের ঘরে।

অফিসার প্রীতি জানিয়েছেন, আগের মাসে ৬ সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরেও Bigg Boss Malayalam Season 3-র সেট বন্ধ করা হয়নি। বাইরে থেকে খাবার, টেশনিশিয়ানদের এনে কাজ হচ্ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি আইনবিরুদ্ধ।

জানা গিয়েছে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই চেন্নাইয়ের চেম্বারামবাক্কাম উঠচ ফিল্ম সিটিতে এই জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শোয়ের শ্যুটিং চলছিল। আর সে কারণেই বন্ধ করে দেওয়া হল বিগ বসের ঘর। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল, ওই ফিল্মসিটির মধ্যে খাবারদাবার নিয়ে যাওয়া হয় প্রত্যেকদিন। এ দিকে করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে তামিলনাড়ুতে চলছে লকডাউন। সিনেমা-সিরিয়ালের শ্যুটিং বন্ধের নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে।

ভিডিয়োকলে জন্মদিন পালন করলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

১৯ মে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির জন্মদিন, তবে তাঁর কাছে এই দিনটি স্পেশাল অন্য কারণেও। একই দিনে তাঁর একমাত্র ছেলে ইয়ানি-রও জন্মদিন। বর্তমানে হোমটাউন বুধানায় রয়েছেন নওয়াজউদ্দিন। অন্যদিকে ছেলে-স্ত্রী রয়েছে অন্য ফার্মহাউসে ছেলে। বাবা-ছেলের এই বিশেষ দিনটি এবার একটু অন্যরকমভাবে পালন করার প্ল্যান করেছিলেন আলিয়া। ছেলের জন্যে বিশেষ কেক অর্ডার করেছিলেন আলিয়া। মধ্যরাতে ভিডিয়োকলে নওয়াজকে নিয়ে সেই কেক কেটে সেলিব্রিট করা হল বাবা-ছেলের জন্মদিন।

একটি সাক্ষাত্‌কারে নওয়াজউদ্দিনের স্ত্রী আলিয়া জানিয়েছেন, "ঈশ্বরের আশীর্বাদ... তাই তো বাবা-ছেলের একই দিনে জন্মদিন। মধ্যরাতে আমরা কেক

কাটলাম। ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে উপস্থিত ছিল নওয়াজ। সকালে উঠেও ছেলেকে জন্মদিনের ভালোবাসা জানিয়েছে ও। দূরে থাকলেও নিয়মিত বাচ্চাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নওয়াজ। এবছর ইয়ানির জন্যে আর কোনও উপহার কিনতে পারিনি, তবে ওদের কাকা শামাস তো নিয়মিত উপহার দিয়ে খানিকটা বিগড়েই দিয়েছে (হাসি)" ৬ বছরে পা দিল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির ছেলে। তবে এখনও পর্যন্ত কোন বারই জন্মদিনে ইয়ানির জন্মদিনে পার্টি হয়নি বলেই জানিয়েছেন আলিয়া।

১৯৭৪ সালে ১৯ মে জন্ম আজকের প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল কাহানি, বজরঙ্গী ভাইজান, লাঞ্চবক্স,ব্ল্যাক ফ্রাইডে, গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর এবং রামন রাঘব।

দাঁতের যত্ন নিন

দাঁতের শিরশিরানি হবে দূর, ঝকঝকে করবে তেজপাতা, জানুন উপায়

দাঁতকে ঝকঝকে সুন্দর করার জন্য কত কিছুই না করেন আপনি! দামি টুথপেস্ট থেকে শুরু করে দন্ত চিকিৎসকের কাছে নিয়মিত যাওয়া, শুধুমাত্র হলদে দাঁতগুলোকে সাদা ঝকঝকে করার জন্য। তবে এ সব প্রয়োজনই হবে না, যদি একটি ঘরোয়া উপাদান দাঁত ঝকঝকে সুন্দর করার কাজে ব্যবহার করেন। উপাদানটি হল তেজপাতা। সাধারণত, এই উপাদানটি রান্নাতেই ব্যবহৃত হয়। তবে এই তেজপাতা দিয়েই প্রাকৃতিক উপায়ে সুন্দর ঝকঝকে করে নিতে পারবেন আপনার দাঁতগুলোকে! কী ভাবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক, দাঁত সুন্দর ঝকঝকে করতে তেজপাতা ব্যবহারের পদ্ধতি...

দাঁত সাদা করতে তেজপাতা দারুণ উপকারী। তবে এই তেজপাতাকে মেশাতে হবে কোনও টক ফলের সঙ্গে। যেমন, কমলা লেবু বা পাতি লেবুর খোসার সঙ্গে।

উপকরণ: তেজপাতা ৪টি (কাঁচা বা শুকনো সব রকমেই হবে), কমলা লেবু বা পাতি লেবুর খোসা (তেজপাতার সম পরিমাণ),

মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা বা মাড়িতে ব্যথা থাকলে লবঙ্গ ২-৩টি।

প্যাক তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে তেজপাতা বেটে নিন বা মিহি গুঁড়ো কওে নিন। কমলা লেবু বা পাতি লেবুর খোসা শুকিয়ে লবঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়ো করে নিন।

এ বার এই সব উপকরণের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে নিন। মনে রাখবেন, ফলের খোসা অবশ্যই শুকিয়ে নিতে হবে। কারণ, কাঁচা অবস্থায় এগুলি দাঁতের ক্ষতি করতে পারে।

ব্যবহার বিধি: এই গুঁড়োটি সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে সপ্তাহে ৩ দিন অন্তত এক বেলা দাঁত মাজুন। রোজ মাজার প্রয়োজন নেই, এতে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। দাঁতের হলদে ভাবের ওপর নির্ভর করবে, সপ্তাহে দু'দিন না তিন দিন ব্যবহার করবেন। ব্যস, একেবারে সামান্য খরচে পেয়ে যান সাদা ঝকঝকে, সুন্দও দাঁত।

দাঁতে গর্ত? হঠাৎ করেই ব্যথা হচ্ছে? অবহেলা করলে মহাবিপদ! জেনে নিন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ

এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে দাঁতের সমস্যা ফেলে রাখলে অনেক বিপত্তি। তাই যদি ডাক্তারবাবু বলেন, দাঁত তোলা কিংবা রুট ক্যানাল (Root Canal Treatment) করা ছাড়া কোনও উপায় নেই তাহলে তো দেরি করা মানে জেনে বুঝে বিপদ ডেকে আনা। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন। করোনা পরিস্থিতিতে আজ নয় কাল করতে করতে যারা দাঁতের সমস্যা বিশেষত, স্পেশ ইনফেকশন, লুডউইংস অ্যাঞ্জিনার মতো রোগ ফেলে রেখেছেন খুব সাবধান।

সংক্রমণ ছড়িয়ে গেলে দাঁত ক্ষয়ে ফুটো হয়ে গেলে প্রথমেই সচেতন হোন। না হলে তা বাড়তে বাড়তে ইনফেকশন দাঁতের মাড়ির ভিতরে চলে যায়। তখন আরটিসি করা বা দাঁত তোলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর না করে ফেলে রাখলে সেখান থেকে সংক্রমণ মাড়ির হাড়ে চলে যায়। সেখান থেকে পুঁজ জমতে থাকে। যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'পেরিয়াপিক্যাল অ্যাবসেস'। এই সংক্রমণ যদি মারাত্মক আকার নেয় তখন হাড় ভেদ করে মুখের ত্বকেও চলে যায়। আর এই অবস্থায় যদি আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে বিশেষত, ডায়াবেটিস, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদি অসুখ থাকে বা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খান সে ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। সংক্রমণ মারাত্মক আকার নেয়। মুখ ফুলতে থাকে। ফোলা জায়গা লাল হয়ে থাকে, অসম্ভব ব্যথা থাকে। মুখে খুলতেও সমস্যা হয়। তখন ওরাল অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হয় না। এই সমস্যাকেই বলা হয় স্পেস ইনফেকশন।

> “দাঁতে গর্ত? মাঝে মধ্যেই ব্যথা হচ্ছে! দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান। ফেলে রাখলেই ছড়িয়ে যায় দাঁতে সংক্রমণ। যা প্রাণ সংশয়ও ডেকে আনতে পারে।”

এমন হলে তখন রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হয়। মুখের সমস্যায় খেতে অসুবিধার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। তাই এই অবস্থাতেও ঠিকমতো খাবার বা পুষ্টিজাতীয় খাবার খেতে বলা হয়। তারপর অতিরিক্ত পুঁজ বাইরে থেকে ড্রেন করতে লাগে। এইভাবে চিকিৎসা করে তবে রোগীর দাঁতের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে

আনা হয়। লুড উইগস অ্যাঞ্জিনা হল, সংক্রমণ অল্প থেকে বেশিমাত্রায় ছড়িয়ে গিয়ে তা দাঁত থেকে গলায় চলে যায়। ফলে শ্বাস নিয়েও কষ্ট হয় অনেকেরই। এই অসুখ প্রাণসংশয়ও ডেকে আনতে পারে। কাজেই দাঁতের সমস্যা অল্প বলে তা ফেলে রাখবেন না। কখন মারাত্মক হয়ে যাবে কেউ-ই বলতে পারে না।

শরীর ভাল রাখার এই সব পরামর্শের সত্যিটা জানলে অস্বস্তিতে পড়বেন

শরীর ভালো রাখার ব্যাপারে এমন বেশ কিছু পরামর্শ আছে যা অনেক দিন ধরে সবার মুখে মুখে ঘুরছে। যেমন, অন্তত ৮ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি, দিনে নিদেনপক্ষে ৮ গ্লাস জল না খেলেই নয় ইত্যাদি! সমস্যা হল, এগুলো আপাতত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যে বরং চোখ রাখা যাক এবার!

১. দৈনিক ১০ হাজার পা হাঁটা- ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে পোডেমিটার বিক্রির জন্য দৈনিক ১০ হাজার পা হাঁটার এই বিজ্ঞাপনী ট্যাগলাইন চালু হয়েছিল। বর্তমানে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সমীক্ষা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে এত পা হাঁটলে ক্লান্তি মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। কাজেই সংখ্যাটা দৈনিক ৫,৫০০ হলেই যথেষ্ট!

২. দিনে ফল বা সবজির এক পঞ্চমাংশ খাওয়া- ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সমীক্ষা আপাতদৃষ্টিতে এই প্রবাদের মধ্যে ভুল খুঁজে পায়নি। দিনে ফল আর সবজির এক পঞ্চমাংশ নিয়ম করে খেলে চোখ ভালো থাকবে, হার্ট ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে কিডনিও। কিন্তু যদি আরও ভালো ফল পেতে হয়, তাহলে দিনে ৮০০ গ্রাম বা দশমাংশ খাওয়াটাই উচিত হবে।

৩. দিনে ৮ ঘণ্টা ঘুম- ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন সাফ জানিয়েছে যে মেয়াদটা বয়স অনুসারে আলাদা হবে। শিশু আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৭-৮ ঘণটা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুম হলে তবেই শরীর ভালো থাকবে।

৪. মহিলাদের দৈনিক ২০০০ ক্যালোরি এবং পুরুষদের ২৫০০ ক্যালোরি প্রয়োজন- এটা সত্যি কথা- পাবলিক হেল্থ ইংল্যান্ড, ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন সবাই এই তথ্যে সিলমোহর দিয়েছে। অবশ্য তার পরেও অনেকে বলেন যে ব্যক্তিভেদে সংখ্যাটার সামান্য হেরফের হতে পারে।

৫. সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি মদ খাওয়া বারণ- ১৯৭৯ সালে ব্রিটেন সরকার নাগরিকদের সপ্তাহে ৫২ ইউনিট মদ খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত বলেছিল, যা আপাতত ১৪ ইউনিটে এসে ঠেকেছে। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন যে মদ খাওয়ার কোনও সেফ লিমিট নেই, তাই সুস্থ থাকতে না খাওয়াই ভালো হবে।

৬. দিনে ৮ গ্লাস জল- ১৯৪৫ সালের এক সমীক্ষা এই দাবি তুলেছিল। এক্ষেত্রে ৮ গ্লাস বা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ২.৫ লিটার জল দিনে জরুরি বলে দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু এখন ডাক্তাররা বলছেন যে নানা সবজি, ফল আমাদের শরীরে জলীয় ভাব সরবরাহ করে। অতএব, প্রয়োজন ব্যক্তিভেদে আলাদা হবে।

৭. দিনে ৬ গ্রামের বেশি নুন নয়- এটা সত্যি কথা! আমরা অনেকেই দিনে ৮.১ গ্রাম নুন খেয়ে থাকি, কিন্তু এর পরিমাণ যত কমবে, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও তত কমবে।

৮. হেলদি BMI থাকবে ১৮.৫ থেকে ২৪.৯-এর মধ্যে- বডি মাস ইনডেক্স বা BMI-এর এই মানদণ্ড অংশত সত্য, ব্যক্তিভেদে এটি আলাদা হয়ে থাকে। কেন না, এটা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ওজনের উপরে নির্ভর করে।

৯. সপ্তাহে ৭৫ মিনিটের ঘাম-ঝরানো ব্যায়াম- মেয়ো ক্লিনিক অফ আমেরিকা এবং ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন এই মানদণ্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অতএব সুস্থ থাকতে তা মেনে চলা যায়।

১০. দিনে ১৫ মিনিট সূর্যের আলো মাখা- সূর্যেও আলো ভিটামিন D সরবরাহ করে। তাই ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের মতে সানস্ক্রিন মেখে দিনে ৫-১৫ মিনিট গায়ে রোদ লাগালে লাভ বই ক্ষতি নেই!

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মমতার, অক্সিজেন সিলিন্ডার ও করোনার ওষুধে জিএসটি ছাড়ের দাবি

নিউজ ডেস্কঃ অক্সিজেন সমস্যা, ভ্যাকসিনের ভিন্ন দামের পর এবার সাধারণ মানুষের স্বার্থে করোনায় প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের উপর থেকে কর তুলে নেওয়ার দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও করোনায় ব্যবহৃত বাকি ওষুধ-সরঞ্জাম, বাইপ্যাক মেশিন, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, আইসিইউ-এর সরঞ্জাম সহ আরও কিছু জিনিসের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে জনসাধারণে উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

চিঠিতে বিশেষভাবে বিভিন্ন বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের প্রচেষ্টায় দরকারে অক্সিজেন, ওষুধ পাচ্ছেন জনসাধারণ তাদের দাবিই প্রধানমন্ত্রী কাছে পৌঁছেছেন বলে চিঠিতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, কর ছাড়ের বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় যেহেতু বিষয়টি কেন্দ্র সরকারের অধীন। একইসঙ্গে রাজ্যে ঘাটতি মেটাতে করোনায় ব্যবহৃত ওষুধ-সরঞ্জাম, জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা তুলে দেওয়ারও আর্জি জানানো হয়েছে চিঠিতে।

ওষুধ এবং চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উৎসকে কাজে লাগানো হচ্ছে করোনার চিকিৎসায় ওষুধ এবং চিকিৎসাসামগ্রী থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা হলে এই আকালের সময় খানিক স্বস্তি পাবে সাধারণ মানুষ।'

এর কিছু দিন আগেই বাংলায় রোজ ৫৮০ মেট্রিক টন অক্সিজেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি পাঠান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথের পরই ভ্যাকসিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মমতা লিখেছিলেন, বিনামূল্যে সবাইকে টিকা দিতে হবে। এজন্য টিকার জোগান বাড়ানোর কথা বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মমতা এও লিখেছেন, '২৪ ফেব্রুয়ারি টিকা কিনতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। বিনামূল্যে রাজ্যবাসীর জন্য টিকাকরণ শুরু করতে চেয়েছিলান। কিন্তু, কোনও সাড়া পায়নি। হাসপাতালে বেড, অক্সিজেন, ওষুধ, টিকার ঘাটতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, তাই ফের লিখছি।

ভোট পরবর্তী হিংসা ক্ষতিয়ে দেখতে নন্দীগ্রামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি দল

নিউজ ডেস্কঃ ৮ই মে বিকেলের পর হেলিকপ্টারে নন্দীগ্রামের হরিপুরে পৌঁছল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ পরিদর্শনকারী চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। পর ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ভোটের পর থেকেই ছোটখাটো নানা ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠছিল নন্দীগ্রামে। ভোটের ফল প্রকাশের পরেও তা অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ।

নন্দীগ্রামে পৌঁছেই প্রথমে কেন্দেমারি এলাকায় যায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সেখানে আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। কেন্দেমারির পর সামসাবাদেও যাওয়ার কথা প্রতিনিধি দলের। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা দেরিতে নন্দীগ্রামে পৌঁছনোয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কতক্ষণ সেখানে থাকতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। হামলার অভিযোগ পেয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রশ্ন করেন, আপনারা পুলিশে কেন অভিযোগ জানাননি? জবাবে গ্রামবাসীরা দাবি জানান, ভয়েই পুলিশের কাছে যাননি তাঁরা।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে হেলিকপ্টারে বোলপুরে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়ও পৌঁছন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা। সেখানেও ভোট পরবর্তী হিংসার কবলে পড়া বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

বড় উপহার পেলেন শিউলি সাহা, বিবাহ বার্ষিকীতেই মন্ত্রী

নিউজ ডেস্কঃ বিবাহবার্ষিকীর রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে প্রথম বার দায়িত্ব পেলেন শিউলি সাহা। তিন বারের বিধায়ক। এ বারেও কেশপুর থেকে জিতেছেন। শিউলিদেবীর দাবি, মন্ত্রী যে হচ্ছেন আগে থেকে আঁচ পাননি। তবে তিন বার জেতায় প্রত্যাশা ছিল। শেষ পর্যন্ত রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয় ১০ মে শপথ নিতে রাজ ভবনে আসতে হবে, ১০ মে তাঁর বিবাহবার্ষিকীও। হাসতে হাসতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা বললেন, 'জন্মদিনটা বরাবর পালন করি। কিন্তু কোনওদিন সেভাবে বিবাহবার্ষিকী পালন করিনি। ঘটনাচক্রে আজকের দিনেই জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। আমার স্বামী, পরিবারের প্রত্যেকে ভীষণ খুশি।'

প্রতিমন্ত্রী হলেও পঞ্চায়েতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরে কাজের সুযোগ প্রচুর। নিজের পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলেছেন শিউলিদেবী। তাঁর কথায়, 'আমি গ্রাম বাংলার মেয়ে। ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষ, মহিলাদের কী প্রত্যাশা, চাহিদা সেটা ভাবল ভাবে বুঝি। যে জেলায় যে কাজের বেশি প্রয়োজন, নিজের পরিধির মধ্যে থেকে সেগুলিই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করার চেষ্টা করব। যেমন কেশপুরের ক্ষেত্রে বলতে পারি, এখানে কয়েকটি রাস্তা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। তবে গত দশ বছরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, বা পঞ্চায়েত দফতরে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন, তাতে মনে হয় না খুব বেশি কাজ বাকি আছে।

রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন
পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
উত্তর-পূর্বের অগ্রণী বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা

ADVERTISEMENT TARIFF
With effect from 1st April 2021
☎ : 0353-2431015, : 9593200246
e-mail : contact@purbottar.in, www.purbottar.in

Celebrating Glorious 25 Years
PURBOTTAR
Since 1996
Bengali fortnightly from Cooch Behar

MECHANICAL DATA:

Print area	: 34 CM X 245 CM
Width of columns	: 4 CM
Length of the columns	: 34 CM
Columns per page	: 6
Space between columns	: 0.2 CM
Printing process	: OFFSET
Number of pages	: 8

Advertisement materials are required in digital format & file in- .pdf/.tif format.

ADVERTISEMENT RATE

B/W Display/Tender	: 65.00 per sqcm.
Colour Display/Tender	: 85.00 per sqcm.
Classified Display	: 24.00 per sqcm.
Classified	: Rs. 5 per Words
Ear Panel in Colour	: 250.00 per insertions (4cm x 4cm)
Annual Advertisements	: B/W 25.00 & Colour 30.00 per sqcm.
Premium	: 50% Extra for Front Pages

Minimum Size of Advertisements:-

Front page Advertisements	: 80 sqcm.
Other pages	: 20 sqcm.

ABOUT US:

Purbottar is a popular Bengali Forthnightly published from Cooch Behar, Since 1996 with following details:

Formate	: Tabloid
Registration Number	: 71057/96
Language	: Bengali
Place of Publication	: Dawaguri, Kolerpar, Cooch Behar
Publishing Day	: Every Alternate Friday
Circulation	: 15239 copies per issue
Editor, Publisher & Printer	: Sandipan Pandit
Price of Regular Issue	: Rs. 3.00

CONTACTS:

BUSINESS OFFICE:
16, Bidhan Road, 1st Floor, Opp. Gostho Paul Statue
Siliguri-734001, West Bengal, Tele-Fax: 0353-2431015

Registered Office & Published From:
P.O.+Vill: Dawaguri, Kolerpar, Cooch Behar-736156
West Bengal, Mobile: 9593200246

Editorial Office:
5, Tribitta Sarani, P.O.+Dist.: Cooch Behar
West Bengal-736156, Mobile: 9434803210

ক্রিকেট কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত বেছে নিলেন সচিন

নিউজ ডেস্কঃ ২৪ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর ব্যাটের ওপর ভর করে ভারতীয় দল পেয়েছে অনেক গৌরব। সচিন তেন্ডুলকর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ভাবলেও অবাক লাগে ক্রিকেটপ্রেমীদের। অবাস্তব মনে হলেও সচিন ছাড়া ক্রিকেট কিন্তু এগিয়ে চলেছে।

বহু প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ এবং প্লেয়ার অফ দ্যা সিরিজ পেয়েছেন তিনি তবে সচিন তেন্ডুলকরের কাছে জীবনের সেরা মুহূর্ত হল ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়। সেটা ফের একবার

স্বীকার করে নিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। ২০১১ সালের ২ এপ্রিল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ হাতে তুলেছিল ভারতীয় দল। ধোনির সেই বিশাল ছক্কার পর গোটা মাঠ জুড়ে হেঁটেছিল ভারতীয় দলের সকল সদস্য। সেই বিশ্ব জয়ের প্রসঙ্গে সচিন বলেন, "ছোটবেলায় কপিল দেবের হাতে এই কাপ দেখার পর বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন তৈরি হয়। সেই স্বপ্ন নিয়ে ছোট থেকে প্রতিদিন বেড়ে উঠেছি। জীবনে অনেক বিশ্বকাপ খেলেছি। তবে শেষপর্যন্ত ঘরের মাঠে ২ এপ্রিলের রাতে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। নিজের দেশে তাও আবার ঘরের মাঠে এমন স্বপ্ন পূরণ কত জনের ভাগ্যে থাকে বলুন! তাই সেই রাতটা আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত।"

ম্যাচের শেষে সচিনকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি, ইউসুফ পাঠানরা। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সচিন বেশ মজা করে বলেন, "ওদের আবদারে প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হয়ে যাই। দুজনের কাঁধে চেপে মাঠ ঘুরতে মজা লাগছিল। সমর্থকদের দিকে আমরা সবাই হাত নাড়াচ্ছিলাম। দারুণ অনুভূতি হচ্ছিল। আসলে মাঠে আমরা লড়াই করলেও সেই বিশ্বকাপ জয় শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বকাপ পুরো দেশের।

খেলোয়ারদের করোনা ঠেকাতে অভিনব উদ্যোগ বিসিসিআইয়ের

নিউজ ডেস্কঃ বোর্ড আগেই পরিষ্কার করে দিয়েছিল ইংল্যান্ডের বিমানে ওঠার আগে কোনও ক্রিকেটার কোভিড পজিটিভ হলে তাঁকে ছাড়াই রওনা দেবে দল, কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার আক্রান্ত হলে তাঁকে ছেড়ে যাওয়াটা সহজ হবে না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার কাছে।

ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে কোনওরকম ফাঁক রাখতে চাইছে না বিসিসিআই। ২ জুন ইংল্যান্ডের বিমানে ওঠার আগে করোনা সংক্রমণ থেকে ক্রিকেটারদের দূরে রাখার সবরকম ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে বিসিসিআই। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, "বাড়িতেই ৩ বার আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হবে ক্রিকেটারদের। ১৯ মে-র মধ্যে সব ক্রিকেটারকে মুম্বইয়ে আসতে হবে। ১৪ দিনের জন্য নিভৃতবাসে যেতে হবে সবাইকে।"

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলেই টিকার প্রথম ডোজ নিয়ে নিয়েছেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কথা তাঁদের। সেই কর্তা বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ বছরের উপরে সকলের জন্য টিকার অনুমতি দিয়েছে। ক্রিকেটাররা সকলেই প্রথম ডোজ নিয়েছে। ইংল্যান্ডের সরকারের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে দ্বিতীয় ডোজের জন্য।" ইতিমধ্যেই অধিনায়ক বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে রাহানে, পন্থ, গিল, উমেশ যাদব এবং আরও কয়েকজন ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছেন।

দেশে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার এবং কোচেরা

নিউজ ডেস্কঃ দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তায় থাকার পর শেষপর্যন্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ। মালদ্বীপে প্রায় ১৪ দিন কাটানোর পর অবশেষে দেশে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার এবং কোচেরা। সিডনিতে পৌঁছে বিভিন্ন হোটেলে ১৪ দিন নিভৃতবাসে থাকবেন তাঁরা। গত ৪ মে আইপিএল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকে মলদ্বীপে চলে যায়। সেখানে নিভৃতবাসে থাকেন।এই খরচ বহন করতে হচ্ছে বিসিসিআই কেই।

অন্য দিকে ১৬ জুন রাতের দিকে ইংল্যান্ডে পা রাখলেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে চলা নিউজিল্যান্ড দলের কিছু সদস্য। অকল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে তাঁরা হিথরোয় নামেন। অকল্যান্ড থেকে যাওয়া দলে ছিলেন টিম সাউদি, বি জে ওয়াটলিং, রস টেলর এবং নিল ওয়াগনার। তাঁরা ১৭ জুন রওনা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। দেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর প্রত্যেকেই স্বস্তি অনুভব করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দায়বদ্ধতা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছেন ক্রিকেটাররা।

জাপানিরাই চাইছেন বাতিল হোক অলিম্পিক গেমস

জাপানে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জাপানের কাছে অলিম্পিক আয়োজন হত গর্বের একটা মুহূর্ত। কিন্তু জাপানিরা নিজেরাই চাইছেন না দেশের মাটিতে বসুক অলিম্পিকের আসর। প্রাথমিক ভাগে টোকিও, ওসাকার মতো কিছু শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। ১১ মে এই অবস্থা শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় জরুরি অবস্থা শেষ হয়নি, উল্টে গত ৭ মে মাসের শেষপর্যন্ত জরুরি অবস্থা বাড়ানো হয়েছে।

জরুরি অবস্থার অধীনে আইচি ও ফুকুওকাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। নতুন করে আরও তিনটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। মে মাসের শেষপর্যন্ত জরুরি অবস্থার আওতায় থাকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে নাম আছে উত্তর হোক্কাইডো অঞ্চল। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের ম্যারাথন পর্বটা এখানেই হওয়ার কথা ছিল। করোনা সংক্রমণের কারণেই অলিম্পিক এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে। এর মাঝেই

TOKYO OLYMPICS INDIA

অলিম্পিক গেমস বাতিল করার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহের এক পিটিশন শুরু করা হয়েছে। আয়োজক কমিটির জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হল, এরই মাঝে সাড়ে তিন লাখের বেশি সই জোগাড় করে ফেলেছে অলিম্পিক আয়োজনের বিরোধীপক্ষ। এএফপির খবরে জানানো হয়েছে তিনটি অঞ্চলের বিপুল জনসংখ্যাই এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে কর্তৃপক্ষকে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইওশিহিদে সুগা বলেছেন, '১৬ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত জরুরি অবস্থায় থাকা অঞ্চলের মধ্যে আমরা আজ থেকে হোক্কাইডো, ওকাইয়ামা ও হিরোশিমাকে যোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব অঞ্চল অনেক জনবহুল এবং প্রতিদিন নতুন করে সংক্রমণের হার বাড়ছে।'

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রধান, টোকিও অলিম্পিক আয়োজক কমিটির প্রধান ও টোকিওর গভর্নর সম্মিলিতভাবে বারবার অলিম্পিক আয়োজনের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ একেবারেই চান না জাপানে অনুষ্ঠিত হোক অলিম্পিক।

করোনায় ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের বিপুল আর্থিক ক্ষতি

মারণ করোনা ভাইরাসের কারণে বাকি সব ক্ষেত্রের মত বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে ক্রীড়াজগৎকে। একটা বছর প্রায় সব কিছুই বন্ধ ছিল। মাঠে বল গড়ায়নি। ভাইরাসের হানায় আরও অন্ধকারে খেলার দুনিয়া। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রায় ১৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে তাদের।

ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডকে এত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি নিজেদের ইতিহাসে কখনও সহ্য করতে হয়নি। এই ক্ষতি কীভাবে মেটানো যাবে ভেবে পাচ্ছে না তাঁরা। করোনার কারণেই এমন ক্ষতি বলে জানিয়েছে ইসিবি। ইংল্যান্ড বোর্ড 'দ্য হান্ড্রেড' নামক একটি নতুন ক্রিকেট লিগ তৈরির পিছনে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সেই লিগ স্থগিত করে দেওয়া হয় করোনার জন্য।

ইংল্যান্ডের সব ধরণের খেলা মিলিয়ে এই ক্ষতি ১০৩৫ কোটির বেশি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজগুলো আয়োজন করতে না পারলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের স্কট স্মিথ জানান, "খুব কঠিন বছর ছিল এটা। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে এবং অতিমারির সময় বেশ কিছু সফল সিদ্ধান্তের কারণে আরও বড় আর্থিক ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। তবে এই ক্ষতি আমাদের ভবিষ্যৎকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আশা করছি এই গ্রীষ্মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং মাঠে দর্শক ফিরলে ক্ষতি পূরণ করতে কিছুটা সাহায্য করবে।"

বেশ কিছু বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকলেও আপাতত তা করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ডের বোর্ড। এই গ্রীষ্মে ইংল্যান্ড খেলবে নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং ভারতের বিরুদ্ধে। ইসিবি খরচ কমাতে আগেই নিজেদের স্টাফ সংখ্যা প্রায় অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। তবে ইংলিশ বোর্ড মনে করছে যেহেতু তাঁদের দেশে এই মুহূর্তে ভাইরাসের দাপট আগের তুলনায় অনেকটাই কম, তাই আগামীদিনে বেশ কিছু ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিজেদের দেশের মাটিতে আয়োজন করতে পারবে তাঁরা।

বিশ্বের ধনীতম ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, কনর ম্যাকগ্রেরর

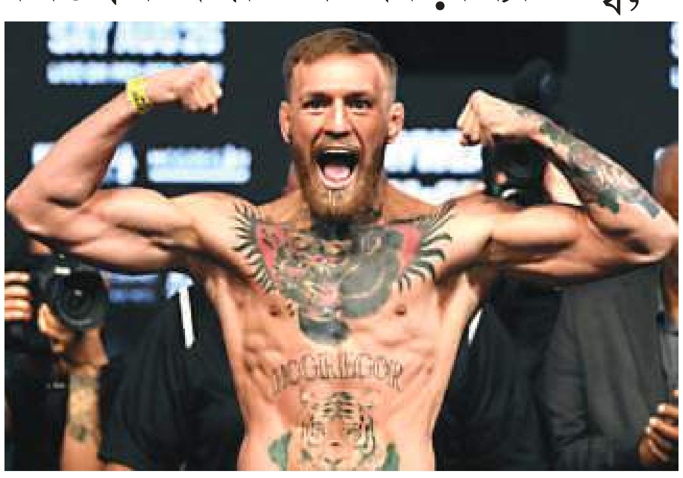

ফোর্বসের বিচারে ২০২০-র সব থেকে ধনী খেলোয়াড় হলেন মিক্সড মার্শাল আর্টস এবং আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে যুক্ত থাকা আয়ারল্যান্ডের কনর ম্যাকগ্রেরর। মেসি এবং রোনাল্ডোকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। এমনিতে ধনী ক্রীড়াবিদদের তালিকায় প্রথম দশেও নিয়মিত দেখা যেত না তাঁকে। কিন্তু ২০২০ যেন সব দিক থেকে ব্যতিক্রম।

বছরে মাত্র একটা ম্যাচ লড়েছেন কনর। জানুয়ারিতে ডোনাল্ডো সেরোনের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ থেকে তিনি কামিয়েছেন ২২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬২ কোটি টাকা)। কিন্তু ফোর্বসের তালিকায় দেখা গিয়েছে, বছরে তাঁর মোট আয়ের পরিমাণ ১৮০ মিলিয়ন ডলার (১৩২৫ কোটি টাকা)। এর মধ্যে ওই ২২ মিলিয়ন বাদে বাকি টাকা এসেছে স্পনসরশিপ এবং বিজ্ঞাপন থেকে। ধনীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে মেসি এবং তৃতীয় স্থানে রোনাল্ডো রয়েছেন। মেসির আয় ১৩০ মিলিয়ন ডলার। রোনাল্ডোর আয় ১২০ মিলিয়ন ডলার।

ম্যাকগ্রেররের সঙ্গে রাশিয়ার হাবিব নুরমাগোমেডোভের ম্যাচটি ২.৪ মিলিয়ন পিপিভি অর্জন করেছিল, যা কোনো এমএমএ এর ইভেন্টে সর্বোচ্চ। মেওয়েদারের সঙ্গে তাঁর বক্সিং ম্যাচ ৪.৩ মিলিওন পিপিভি অর্জন করেছিল উত্তর আমেরিকায়, যা হল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এমনিতে প্রচন্ড মাথা গরম মানুষ বলেই পরিচিত ম্যাক গ্রেগর। কিন্তু বিশ্বের ধনীতম ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হয়ে তিনি যে নিজেকে পাল্টে ফেলবেন, এমন সম্ভাবনা দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ভারতীয় দলে হার্দিকের ভবিষ্যৎ কতটা নিশ্চিত

মে মাসের শেষের দিকেই ইংল্যান্ড উড়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। কিন্তু, এই দলে জায়গা হয়নি ভারতের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। এর ফলে অনেকেই ভারতীয় দলের নির্বাচন কমিটির দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে টেস্ট ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত বল করার জায়গায় নিজের ফিটনেস উন্নত করতে পারেননি হার্দিক। সেকারণে তাঁকে ছাড়াই দল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

ইংল্যান্ডের ব্রিগেডের বিরুদ্ধে সাদা বলে ভারতের এই ডানহাতি ক্রিকেটারকে হাত ঘোরাতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু, আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের হয়ে তাঁকে একটা ওভারও বল করতে দেখা যায়নি। শোনা যাচ্ছে, তিনি কাঁধের চোট এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেকারণেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁর হাতে বল তুলে দেওয়ার সাহস পায়নি। পরপর তিন বছর ভারতীয় ক্রিকেট দলকে তিনটে ফরম্যাটে আইসিসি বিশ্বকাপ খেলতে হবে।২০১৮ সালে টেস্ট ক্রিকেটে শেষবার ভারতের হয়ে খেলেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট ম্যাচে তিনি পাঁচ উইকেট শিকারও করেছিলেন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যেহেতু হার্দিক পান্ডিয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সেকারণে পিঠে চোটের পর থেকেই তাঁর ওপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

টুইট করে ফ্যাসাদে পড়লেন গৌতম গম্ভীর

সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার জন্য সমস্যা বাড়ল গৌতম গম্ভীরের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর এখন বিজেপির সাংসদ। করোনা মহামারীর সময় সময় তিনি রাত-দিন এক কওে মানুষের পাশে থেকেছেন। দুঃসময়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে কখনও ক্যান্টিন খুলেছেন তবে এবার মানুষের উপকার করার জন্যই দিল্লি পুলিসের নজরে গম্ভীর। ২৫ এপ্রিল গম্ভীর একটি টুইটে তিনি লিখেছিলেন, "করোনা মহামারীর এই দুঃসময়ে আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। একে অপরের হাতে হাত রেখে চলতে হবে। আমি দিল্লিবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঋধনরভষঁ ওষুধ বিতরণ করব। আপনারা ২২, পুসা রোডের এএঋ অফিস থেকে সেই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত যত বেশি সম্ভব মানুষকে এই ওষুধ বিতরণ করা হবে। আপনারা আধার কার্ড ও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসতে পারেন। আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব"। এই টুইটের পর থেকেই গৌতম গম্ভীরের সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। দিল্লি পুলিস তাই গম্ভীরের কাছে জানতে চেয়েছে, তিনি এত ওষুধ কোথা থেকে পেয়েছিলেন! আর মহামারীর সময় এত ওষুধ তিনি মজুত করে রেখেছিলেন কেন! ইতিমধ্যে বিরোধী দলের নেতারা গম্ভীরের সমালোচনা শুরু করেছেন।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156● Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96